অতএব সেই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কোনও প্রসঙ্গে, যে কোনও কথার উপদেশ করা হইয়াছে—সেই সকল উপদেশের মার্ম্মিক তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে বিশুদ্ধ ভক্তিতেই বুঝিতে হইবে। যেহেতুক প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরুদ্ধে কোনও কথা সিদ্ধান্তসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সেই সকল উপদেশ হইতেও ভক্তিতেই তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। "ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্" শ্রীপাদ্ নারদ এই শ্লোকটি শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপি অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছাম ইত্যস্যোত্তরম্—
মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ৫৯ ॥

১১।২ অধ্যায়ে শ্রীনিমি-জায়ন্তেয় উপাখ্যানেও "অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।" অর্থাৎ—হে মহাপুরুষবৃন্দ! যে আপনাদের শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে ও দর্শনে মহাপাপীজনেরও অশেষ পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, সেই আপনাদের চরণ-সমীপে আমরা আত্যন্তিক ক্ষেম প্রশ্ন করিতেছি। অর্থাৎ যে বস্তুটি লাভ করিলে কোনও দেশ, কেনও কাল এবং কোনও বস্তু হইতে কোনও প্রকারে কিছুমাত্রও ভয় স্পর্শ করিতে পারে না, সেই বস্তুটি কি? তাহাই আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। যেহেতুক মনুষ্যজনম তখনই সফল হইয়া থাকে, যখন আত্যন্তিক ক্ষেমবস্তু লাভ করিতে পারে। অথচ সেই আত্যন্তিক ক্ষেমবস্তুর সংবাদ একমাত্র সাধুসঙ্গ হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও সাধুসঙ্গ মানবের নিধিতুল্য। এইরূপে নিমি মহারাজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রীকবি যোগীন্দ্র দিয়াছেন। এই সংসারে অসৎ দেহাদি জড়ীয়বস্তুতে আত্মা ও আত্মীয়ভাব জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধি মানবের পক্ষে নিত্য অচ্যুতের চরণকমলের উপাসনা, অর্থাৎ তাঁহার চরণকমলের নিকটে থাকাটি অকুতশ্চিৎ ভয় বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে ভুলিয়া জড়ীয় দেহাদিতে মন রাখাই উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ। আর শ্রীভগবচ্চরণে মন রাখাটি শাশ্বত সুখ ও অভয়ের কারণ। সেই ভগবচ্চরণে মনটি রাখিতে পারিলে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভয়মাত্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৫৯ ॥

টীকা চ—প্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মন্যে ইতীত্যাদিকা। পুনশ্চ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূতেত্যস্যোত্তরত্বেন যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াহ্যাত্মলব্ধয় ইত্যাদি পদ্যত্রয়মুক্তা ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি পদ্যে বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশ-